যুগান্তর

তারিখ 26 NOV 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

অন্তত ১০ কোটি টাকা গচ্চা যেত

তথ্য গোপন করে ডিগ্রির 'তৃতীয়' শিক্ষক এমপিওভুক্তির চেষ্টা!

যুগান্তর রিপোর্ট

উচ্চ আদালতের রায়ের তথ্য গোপন করে ডিগ্রি স্তরের ১৫৩ জন 'তৃতীয়' শিক্ষককে এমপিওভুক্তির চেষ্টার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সোমবার মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরে (মাউশি) এমপিও অনুমোদন কমিটির সভা ছিল। সেখানে সংস্থাটির আইন শাখা উল্লিখিত শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির ফাইল উত্থাপন করে। তবে কয়েকজন সদস্যের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত তা নাকচ হয়ে যায়। এভাবে এমপিওভুক্ত করা হলে সরকারের অন্তত ১০ কোটি টাকা গচ্চা যেত বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। এমনকি ভবিষ্যতে এ ধরনের বাকি শিক্ষককে এমপিওভুক্তির চাপ তৈরি হতো।

এমপিও কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন মাউশি মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান। এ প্রসঙ্গে প্রথমে তিনি বলেন, 'তৃতীয় শিক্ষক এমপিওভুক্তির কোনো বিষয় সোমবারের বৈঠকে ছিল না।' পরে সুনির্দিষ্টভাবে ৭ নম্বর এজেন্ডার কথা উল্লেখ করলে তিনি বলেন, 'তাহলে আমি না দেখে কিছু বলতে পারব না।' এর আগে একই বিষয়ে কথা বলতে চাইলে তিনি মোবাইল ফোন কেটে দেন।

সূত্র জানায়, সারা দেশে কলেজে প্রতি বিষয়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে একজন এবং ডিগ্রি স্তরে একজন করে শিক্ষককে সরকার এমপিও (বেতন-ভাতা) দিয়ে থাকে। একই বিষয়ে আরও একজন শিক্ষক থাকলে তাকে 'তৃতীয়' হিসেবে ধরা হয়। সারা দেশে বিভিন্ন বিষয়ে এ ধরনের অন্তত ১০ হাজার শিক্ষক আছেন বলে জানা গেছে। এদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ১০২ জন নানাভাবে এমপিওভুক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই। ১০২ জনের দৃষ্টান্ত নিয়েই ১৫৩ জন তৃতীয় শিক্ষক প্রথমে হাইকোর্টে রিট করেন। রিটের রায় আবেদনকারীদের পক্ষে যায়। পরে সরকার পক্ষ ওই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে। এতে হাইকোর্টের রায় বাতিল করা হয়। তবে পর্যবেক্ষণে ১০২ জনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এমপিও দেয়া যায় কিনা তা বিবেচনার কথা বলা আছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, আপিলের রায় বাদ দিয়ে শুধু হাইকোর্টের রায়ের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ১৫৩ জনের ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

তথ্য গোপন করে ডিগ্রির

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

এমপিওভুক্তির ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা দেয়া হয়। মাউশির আইন শাখাও সেই নির্দেশনাকে সামনে রেখে এবং আপিল বিভাগের রায়ের তথ্যটি যথাযথভাবে ব্যাখ্যা না করে এমপিও কমিটির সোমবারের সভায় উত্থাপন করে। সাধারণত কলেজ শাখার এমপিওভুক্তি সংক্রান্ত ফাইল উত্থাপন করেন মাউশির উপপরিচালক মেজবাহউদ্দিন সরকার। কিন্তু তিনি তা করেননি। এতে সন্দেহ হওয়ায় এমপিও কমিটির সদস্য ও ডিআইএর উপপরিচালক রাশেদুজ্জামান এ সংক্রান্ত ফাইল দেখতে চান। পাশাপাশি তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, সাধারণত যে কোনো মামলায় সরকার হেরে গেলে তা আপিলে যায়। এক্ষেত্রে আপিলের রায় কী আছে। তখন প্রকৃত রায়ের তথ্য উল্লেখ করা হলে সভার সদস্যরা এমপিওভুক্তির প্রস্তাব নাকচ করে দেন। সভায় এসব আলোচনার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রাশেদুজ্জামান।

মেজবাহউদ্দিন সরকার যুগান্তরকে বলেন, ফাইলের আলোচ্য বিষয় আমার কাছে অস্পষ্ট ছিল। তাছাড়া মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বিষয়টি আইন শাখাই ডিল করছিল। এ কারণে আমি আইন শাখাকে ফাইলটি উত্থাপন করতে বলেছি। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমি যতদূর জানি, আপিলে আমরা (সরকার) জয়লাভ করেছি। মামলাটির কাজে আমি নিজেও অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসে তিন বার গিয়েছি। তবে আপিলের রায়ে সুযোগ থাকলে বিবেচনা করার কথা আছে। এক্ষেত্রে জনবল কাঠামো, নিয়োগ প্রক্রিয়া, বিধি-বিধান ইত্যাদি পর্যালোচনার বিষয় থাকে। যেহেতু তাৎক্ষণিকভাবে বিবেচনার সুযোগ নেই, তাই কমিটি উল্লিখিতদের এমপিও বিবেচনা করেনি। কেননা, এদেরকে এমপিও দিলে বাকি শিক্ষকদেরও দিতে হবে। এতে বিশাল অঙ্কের অর্থ ব্যয়ের ব্যাপার আছে। এভাবে সরকারকে বড় ব্যয়ের মুখে কমিটি ফেলতে পারে কিনা— সেটাও সদস্যরা আলোচনা করে নাকচ করেছেন।

মাউশির কর্মকর্তারা বলেছেন, সংস্থাটির আইন শাখায় তিনজন কর্মকর্তা আছেন। তাদের মধ্যে সাইফুল ইসলাম নামে একজন এক যুগ এবং আবুল কাশেম মিয়া প্রায় ১৫ বছর ধরে কর্মরত আছেন। অপরজনও অর্ধ যুগ ধরে আছেন। সাইফুল ইসলামকে বছরখানের আগে অন্যত্র বদলি করা হয়। তদবির করে তিনি আবার একই শাখায় ফিরে এসেছেন। আবুল কাশেমের ব্যাপারে অবশ্য রহস্যজনক কারণে মাউশি ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা নিশ্চুপ। এ দু'জনই নিচের কর্মকর্তার পদে কর্মরত আছেন।

মাউশির এ শাখাটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশির বিরুদ্ধে করা মামলা দেখভাল করে। অভিযোগ আছে, বাদী পক্ষের সঙ্গে যোগসাজশে মামলা পরিচালনা করা হয়। এ কারণে মামলায় সরকারের জয়লাভের রেকর্ড খুব একটা নেই। বরং একের পর এক মামলায় হেরে গিয়ে বছর বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নানা ধরনের ব্যয় বাড়ছে। উল্লিখিত ১৫৩ জনের এমপিওভুক্তির ফাইলটি আবুল কাশেম মিয়া তদারকি করেছেন।

এ প্রসঙ্গে যোগাযোগ করে আবুল কাশেম মিয়ার সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি। তার মোবাইল ফোনটিও বন্ধ পাওয়া যায়। অপর কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বলেন, উল্লিখিত ১৫৩ জনের ফাইলটি আইন শাখা নয়, উপপরিচালক মেজবাহউদ্দিন সরকারই এমপিও কমিটির সভায় উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, সরকার চাইছে বলেই তারা ওই শাখায় কর্মরত আছেন। তদবির করে পদায়নের অভিযোগ সঠিক নয়।